সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

মহাভারত

কর্ণপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

কর্ণকে সঙ্গে করিয়া কৌরবগণের যুদ্ধ যাত্রা।

পুরাতন যোদ্ধা সব পড়িল সমরে।
দৈবের বিপাকে যেন বিধাতা সংহারে॥
শকুনি কহিল কর্ণ আছে মহামতি।
সেনাপত্যে অভিষেক কর শীঘ্রগতি॥
কর্ণ যুদ্ধ করুক বলিল বীরগণ।
কর্ণ সহ যুঝিবেক পাণ্ডবের কোনজন॥
কর্ণ যুদ্ধ জিনিবে চিন্তিল দুর্য্যোধন।
সৈন্যাপত্যে অভিষেক করে সেইক্ষণ॥
পরদিন প্রভাতে কর্ণের আজ্ঞা ধরি।
অস্ত্র ল'য়ে বীর সব গেল অগ্রসরি॥
গজবাজী ধ্বজছত্র শত শত যায়।
সাজিল কৌরবগণ সমুদ্রের প্রায়॥
নানা অস্ত্রে সাজি কর্ণ চড়ে গিয়া রথে।
চলিল সংগ্রাম-ভূমি ধনুঃশর হাতে॥
কটক চলিল বহু, রথী হৈল কর্ণ।
বাসুকী জিনিতে যেন চলিল সুপর্ণ॥
দ্রোণপুত্র চলিল সে মহাধনুর্দ্ধর।
অস্ত্র ধরি অশ্বত্থামা সংগ্রামে প্রখর॥
অবশিষ্ট রাজার যতেক অনুচর।
চলিল সংগ্রাম-ভূমি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর॥
মধ্যে রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে প্রচণ্ড।
কৃতবর্ম্মা রহিলেন বামপাশে দণ্ড॥
নারায়ণী সেনা আর কৃপ মহাশয়।
রহিল দক্ষিণদিকে সংগ্রামে নির্ভয়॥
ত্রিগর্ত্ত সৌবল আদি যত মহাবীর।
বামভাগে রহিলেন নির্ভয় শরীর॥
সাজিল কৌরবদল দেখি যুধিষ্ঠির।
অর্জ্জুনে কহেন তবে ধর্ম্মমতি ধীর॥
দেবাসুরে নাহি সহে যাহার প্রতাপ।
সেই কর্ণ আইল করিয়া বীরদাপ॥
এই যে আইসে কর্ণ করিতে সংগ্রাম।
দেবাসুর ভয় করে শুনি যার নাম॥
কর্ণের জিনিয়া ভাই ঝাটি যশ লও।
ত্রিভুবন মধ্যে যদি মহাবীর হও॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি ধনঞ্জয় বীর।
অর্দ্ধচন্দ্র নামে ব্যূহ করিলেন স্থির॥
বামশৃঙ্গে ভীমসেন সমরে দুর্জ্জয়।
দক্ষিণ শৃঙ্গেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয়॥
মধ্যবর্ত্তী ধনঞ্জয় বীর ধনুর্দ্ধর।
পৃষ্ঠে রাজা যুধিষ্ঠির দুই সহোদর॥
যুদ্ধসাজে রহিলেন দুই মহাবীর।
অর্জ্জুনের কাছে রহে নির্ভয় শরীর॥

ব্যূহমধ্যে বীর সব করে সিংহনাদ।
দুই দলে বাদ্য বাজে নাহি অবসাদ॥
কর্ণের বিক্রম দেখি কুরু করে গর্ব্ব।
দ্রোণের বীরত্ব যত করিলেক খর্ব্ব॥
দুই দলে যুদ্ধ হয় অতি অসম্ভব।
দুই দলে হানাহানি উঠে কলরব॥
রথে রথে গজে গজে পদাতি পদাতি।
আসোয়ারে আসোয়ারে অব্যাহত গতি॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ আর ক্ষুর তীক্ষ্ণ শর।
অক্ষয় সন্ধান করি এড়িছে তোমর॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্র পড়ে ঘেরিয়া গগন।
পৃথিবী যুড়িয়া পড়ে যত যোদ্ধাগণ॥
যেন পূর্ণ মহীতলে অবতার ভানু।
যেমন পোড়ায় বন জ্বলন্ত কৃশানু॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্রবৃষ্টি পূরিল ধরণী।
ধূলায় ধূসর, নাহি দেখি দিনমণি॥
ক্রোধ করি ভীমসেন ধরে ধনুঃশর।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন মাতঙ্গ উপর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি শিখণ্ডী চেকিতান।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বিক্রমে প্রধান॥
ভীমসেনে বেড়ি ডাকে সিংহনাদ করি।
রোষে বীর যায় যেন হস্তীকে কেশরী॥
বাহিনী মথিয়া আসে বীর বৃকোদর।
দেখিয়া রুষিল ক্ষেমমূর্ত্তি নৃপবর॥
কুলুত দেশের রাজা ক্ষেমমূর্ত্তি নাম।
বিক্রমে সিংহের প্রায় রণে অবিরাম॥
মহাগজে আরোহিয়া আসে ক্রোধমনে।
প্রথমে তোমর বাণ মারে ভীমসেনে॥
শর মারি তোমর করিল খণ্ড খণ্ড।
ছয় বাণে বিন্ধে বীর সমরে প্রচণ্ড॥
ক্রোধ করি ভীমসেন বরিষয়ে শর।
বাণ মারে ক্ষেমমূর্ত্তি হস্তীর উপর॥
শরাঘাতে ভঙ্গ দিল গজেন্দ্র বিশাল।
রাখিতে নারিল ক্ষেমমূর্ত্তি মহীপাল॥
কতক্ষণে ক্ষেমমূর্ত্তি সুযোগ পাইল।
ভীমেরে বিন্ধিতে বীর সমরে ধাইল॥
খরবাণে ভীমের কাটিল শরাসন।
আর ধনু নিল হাতে ভীম বিচক্ষণ॥
নারাচ মারিয়া কৈল হস্তীর নিধন।
লাফ দিয়া এড়াইল বীর বিচক্ষণ॥
ধন্য ধন্য করি সবে বাখানে তখন।
ধন্য বীর ক্ষেমমূর্ত্তি বলে কুরুগণ॥
গদা হাতে ভীমসেন পেয়ে বড় লাজ।
ক্ষেমমূর্ত্তি রাজার মারিল গজরাজ॥
লাফ দিয়া ক্ষেমমূর্ত্তি হস্তী এড়াইল।
গদা মারি ভীমসেন ভূতলে পাড়িল॥
সিংহের প্রতাপে যেন পড়িল মাতঙ্গ।
ক্ষেমমূর্ত্তি পড়িল বাহিনী দিল ভঙ্গ॥
তবে কর্ণ মহাবীর পাণ্ডবে ধাইল।
অতি ক্রোধে পাণ্ডব-সৈন্যেতে প্রবেশিল॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ বরিষয়ে কর্ণ।
সর্পের সভায় যেন পরিল সুপর্ণ॥
ভঙ্গ দিল বাহিনী পড়িল সব গজ।
ছয়বাণে কাটি পাড়ে যত রথধ্বজ॥
নিরন্তর কর্ণবীর বরিষয়ে বাণ।
লক্ষ লক্ষ বীর পড়ে ভীম বিদ্যমান॥
অশ্বত্থামা বীর সনে যুঝে বৃকোদর।
শ্রুতকর্ম্মা সনে চিত্রসেন ধনুর্দ্ধর॥
বিন্দ অনুবিন্দ সহ সাত্যকির রণ।
প্রতিবিন্ধ্য সহ যুঝে চিত্র যশোধন॥
দুর্য্যোধন সহিত যুঝেন যুধিষ্ঠির।
নারায়ণী সেনার সহিত পার্থ বীর॥
কৃপ আর ধৃষ্টদ্যুম্নে সমর দুর্জ্জয়।
কৃতবর্ম্মা সহিত শিখণ্ডী মহাশয়॥
মদ্রপতি প্রতি শ্রুতকীর্ত্তির বিক্রম।
দুঃশাসন সহ সহদেব যম সম॥
বিন্দ অনুবিন্দ সহ হইল সংগ্রাম।
মহাবীর সাত্যকি রণেতে অনুপম॥
দুই বীর হানাহানি ছাড়ে হুহুঙ্কার।
বীরে বীরে মহাযুদ্ধ বলে মার মার॥
বিন্দ অনুবিন্দ বীর বাণ বরিষয়।
শত শত বাণ পড়ে নাহি করে ভয়॥

কাটিলেন সাত্যকির দিব্য শরাশন।
আর ধনু হাতে নিল বীর বিচক্ষণ॥
ক্ষুরপা বাণেতে তবে সাত্যকি প্রবীর।
তৃণবৎ করি কাটি পাড়ে তার শির॥
অনুবিন্দ পড়িল দেখিল সহোদর।
মহাকোপে বিন্দ বীর বরিষয়ে শর॥
সাত্যকির শরীরে রুধির পড়ে ধারে।
দুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে॥
পরস্পর সারথি কাটিল অশ্বরথ।
দোঁহে মহা বীর্য্যবান বিখ্যাত জগত॥
দোঁহে হৈল বিবর্ণ করিয়া মহারণ।
পরস্পর মহাযুদ্ধ করে দুইজন॥
বাণে হানাহানি দোঁহে করে মহাবীর।
বলহীন হৈল দোঁহে নিস্তেজ শরীর॥
দুইজনে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
বাণেতে জর্জ্জর তনু হৈল অচেতন॥
শ্রুতবর্ম্মা চিত্রসেনে হৈল মহারণ।
দুই জনে মহাবীর যুদ্ধে বিচক্ষণ॥
ধ্বজ কাটা গেল তবে পরস্পর শরে।
দুই বীরে মিশামিশি সংগ্রাম ভিতরে॥
তবে শ্রুতবর্ম্মা বীর মহা ধনুর্দ্ধর।
মাথা কাটি বিচিত্রের পাড়ে ভূমিপর॥
পড়িল বিচিত্রসেন কৌরবের ত্রাস।
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর পাইল প্রকাশ॥
পড়িল বিচিত্রসেন চিত্রসেন রোষে।
তাহার বিক্রম দেখি প্রতিবিন্ধ্য হাসে॥
রথের কাটিল ধ্বজ বিন্ধিল সারথি।
রণেতে ফাঁপর হৈল চিত্রসেন রথী॥
তবে শক্তি ফেলিয়া মারিল তার মাথে।
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর কটে অর্দ্ধপথে॥
মহাগদা ল'য়ে বীর মারে আরবার।
রথের সারথি তবে করিল সংহার॥
পুনরপি রথে চড়ি মহাধনুর্দ্ধর।
বিংশতি তোমর মারি ভেদিল অন্তর॥
দুই বাহু প্রসারিয়া পড়িল মহাবীর।
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর সমরে সুধীর॥
শরে শরে নিবারিয়া মারে কুরুবল।
ক্রোধেতে আইসে অশ্বত্থামা মহাবল॥
সেইক্ষণে ভীমসেন হাতে নিল ধনু।
শরবৃষ্টি করি বিন্ধে দ্রোণপুত্র তনু॥
বলি সঙ্গে ইন্দ্র যেন করিল সংগ্রাম।
দুই বীর মহামত্ত যুঝে অবিশ্রাম॥
দিব্য অস্ত্র সন্ধান করয়ে দুই বীর।
নানা অস্ত্র বিন্ধে দোঁহে নির্ভয় শরীর॥
সর্ব্বদিকে বিজলি চমকে হেন দেখি।
তারা যেন গগনেতে ছুটয়ে নিরখি॥
বাণে বাণে আবরিল নাহিক সঞ্চার।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় অন্ধকার॥
মহারণ দুই বীর করে মহাবলে।
প্রলয়কালেতে যেন সমুদ্র উথলে॥
সাধু সাধু প্রশংসা করয়ে মহাজন।
আকাশ বিমানে দেখে যত দেবগণ॥
দুই বীর বিকল হইল অচেতন।
কেহ কারে নাহি পারে সম দুই জন॥
বাসুদেব সারথি অর্জ্জুন হাতে ধনু।
নবজলধর যেন ধরিলেক তনু॥
বরিষাকালেতে যেন বরিষে নির্ঝর।
শরবৃষ্টি করেন অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর॥
নারায়ণী সেনারে মারেন পার্থ রোষে।
দিবাকর যেমন খদ্যোৎগণে নাশে॥
লক্ষ লক্ষ বীরের কাটিল পার্থ মাথা।
কাটা গেল ধনুঃশর কত দণ্ড ছাতা॥
বাণেতে কাটিয়া বাণ করিলেন রাশি।
সারি সারি মাথা পড়ে গগন পরশি॥
গজবাজী পড়ে সব রথী সারি সারি।
পড়িল যতেক সৈন্য লিখিতে না পারি॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে এল অশ্বত্থামা মহাবীর।
দিব্য অস্ত্র আরোপিয়া সৈন্য কৈল স্থির॥
তবে দুই মহাবীর কৈল মহারণ।
শরে অন্ধকারাচ্ছন্ন নর-নারায়ণ॥
অতি ক্রোধে অর্জ্জুন করেতে ল'য়ে শর।
করিলেন দ্রোণী তনু বাণেতে জর্জ্জর॥

মগধাধিপতি তার দণ্ডধর নাম।
হস্তী অশ্ব লইয়া আইল অনুপম ॥
মহাবলি দণ্ডধর করিলেন রণ।
সেইক্ষণ অর্জ্জুন কাটিল হস্তীগণ ॥
বজ্রাঘাত পড়ে যেন পর্ব্বত উপর।
অর্জ্জুনের বাণে গজ পড়িল বিস্তর ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তারে করেন সংহার।
হস্তী হৈতে ভূমিতে পড়িল দণ্ডধর ॥
অনিবার মহাযুদ্ধ করয়ে অর্জ্জুন।
যুগান্ত প্রলয় যেন সংগ্রামে নিপুণ ॥
পাণ্ডবের সেনাপতি আর বীরবর।
যুঝিতে লাগিল সবে নির্ভয় অন্তর ॥
অশ্বত্থামা বীর করে সৈন্যের সংহার।
ক্রোধ করি আইলেন অর্জ্জুন দুর্ব্বার ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ।
কর্ণ সহ কুরুবল আইল তখন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কর্ণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পরাভব।

কর্ণের বচন শুনি শল্য বলে দাপে।
বিস্তর কহিলে তুমি অতুল প্রতাপে ॥
এই দেখ রথে আইল সর্ব্ব সৈন্যগণ।
কাহার সামর্থ্য করে পার্থে নিবারণ ॥
হের দেখ ভীমসেন পবনকুমার।
সহদেব বীর দেখ ভুবনের সার ॥
মহারাজা যুধিষ্ঠির দেখ বিদ্যমান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি অগ্নির সমান ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কি দিব তুলনা।
ইহাদের অগ্রসর হবে কোন জনা ॥
শিখণ্ডী সাত্যকি দেখ রাজা আগুয়ান।
চলহ সমরে আজি হ'য়ে সাবধান ॥
সিদ্ধ হৈল মনোরথ দেখ ধনঞ্জয়।
সংগ্রামে করহ আজি অর্জ্জুনের ক্ষয় ॥
এই কথা কহিতে মিশিল দুই দল।
মহাযুদ্ধ বাধিল হইল কোলাহল ॥
ক্রোধ করি কর্ণ বীর প্রবেশিল রণে।
সিংহ যেন চ'লে যায় কুতূহল মনে ॥
প্রবেশিয়া কর্ণ বীর করে মহারণ।
বাছিয়া বাছিয়া মারে বড় বীরগণ ॥
সংগ্রামেতে প্রবেশিল কর্ণের কুমার।
দশ বাণে ভীম তারে করিল সংহার ॥
সাক্ষাতে দেখিয়া কর্ণ আপনা পাসরে।
পুত্রের কাটিল মাথা বীর বৃকোদরে ॥
কর্ণপুত্রে নাশিয়া কৃপের কাটে ধনু।
তিন বাণে বিন্ধিলেন দুঃশাসন-তনু ॥
ছয় বাণে শকুনিরে করিল বিকল।
রথ কাটি বিন্ধেন উলূক মহাবল ॥
থাক থাক সুষেণ কাটিব তব শির।
এত বলি বাণ মারে ভীম মহাবীর ॥
তিন বাণে বিন্ধিলেন ভীমবীর তাকে।
সুষেণ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র মারে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
নকুল সহিত যুদ্ধ বাড়িল বহুল।
দুঃশাসন সাত্যকিতে সংগ্রাম তুমুল ॥
অতি ক্রোধে কর্ণবীর রণে প্রবেশিল।
ইন্দ্র দেবরাজ যেন সমরে আইল ॥
একে কর্ণ মহাবীর পেয়ে অপমান।
নিজ পুত্র পড়িল আপনি বিদ্যমান ॥
যুধিষ্ঠির বধে যুক্তি কৈল কর্ণবীর।
ক্রোধে পরিপূর্ণ কর্ণ কাঁপয়ে শরীর ॥
একেবারে যুড়ি মারে শত শত বাণ।
বিন্ধি পাণ্ডবের সৈন্য কৈল খান খান ॥
মহাধনুর্দ্ধর বীর বরিষয়ে শর।
বিচিত্র বিক্রম দেখি কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
মহারথিগণে বিন্ধে নিবারিতে নারে।
একেশ্বর কর্ণ যুঝে পাণ্ডব সমরে ॥
গজ বাজী ধ্বজ ছত্র রথ সারি সারি।
অযুত অযুত পাড়ে লিখিতে না পারি ॥
মুণ্ড কাটি পাড়ে কার' কুণ্ডল সহিত।
অশ্ব রথ কাটিয়া যে পাড়িল ত্বরিত ॥
যুধিষ্ঠিরে রাখিতে ধাইল বহু দল।
দৃষ্টিমাত্র কাটি পাড়ে কর্ণ মহাবল ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে।
শুন কর্ণ এক কথা বলি যে তোমারে॥
দুর্য্যোধন বাক্যে কর মম সহ রণ।
যুদ্ধ অভিলাষ তোর খণ্ডাব এখন॥
এত বলি ধর্ম্ম মারিলেন দশ শর।
তাঁর শরাশন কাটে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
ক্রোধভরে যুধিষ্ঠির যেন হুতাশন।
টঙ্কারিয়া লইলেন অন্য শরাসন॥
যম দণ্ড সম ধনু অতি ভয়ঙ্কর।
মহেশের শূল যেন জ্বলে বৈশ্বানর॥
বজ্রের সমান সেই বাণে যুধিষ্ঠির।
কর্ণের দক্ষিণ ভাগে বিন্ধিলেন বীর॥
বেদনা পাইল তাহে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রথের উপর॥
হাহাকার কুরুদলে প্রচার হইল।
পাণ্ডবের সৈন্যে জয়ধ্বনি প্রকাশিল॥
মহা সিংহনাদ করে পাণ্ডবের দল।
চেতনা পাইয়া উঠে কর্ণ মহাবল॥
যুধিষ্ঠির নিধন চিন্তিল মনে মন।
টঙ্কারিয়া হাতে নিল দিব্য শরাসন॥
বিজয় নামেতে ধনু নিল আরবার।
যাহাতে আছয়ে চন্দ্র সূর্য্যের আকার॥
সত্যষেণ সুষেণ কর্ণের দুই সুত।
তিন বাণে ধর্ম্মে বিন্ধে বিক্রমে অদ্ভুত॥
বিন্ধিল নৃপতি সত্যষেণের শরীরে।
তিন বাণে বিন্ধিলেক কর্ণ মহাবীরে॥
সর্ব্ব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ একেশ্বর।
সপ্তবাণে বিন্ধিলেক ধর্ম্ম নৃপবর॥
রাজারে রাখিতে এল যত যোদ্ধাগণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেন দ্রুপদ-নন্দন॥
সহদেব সুষেণ নকুল কাশীপতি।
শিশুপাল তনয় আইল শীঘ্রগতি॥
একেবারে অস্ত্র এড়ে কর্ণের উপর।
সর্ব্ব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
পাণ্ডবের সৈন্য সর্ব্ব করে পরাজয়।
কালান্তক যম যেন কর্ণ মহাশয়॥
যুধিষ্ঠির রাজার হাতের কাটে ধনু।
সন্ধান পূরিয়া বীর বিন্ধিলেক তনু॥
কবচ কাটিয়া পাড়ে ধরণী উপরে।
রুধির পড়িছে ধারে ধর্ম্ম-কলেবরে॥
শক্তি অস্ত্র মারিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
শক্তি নাহি ভেদিল সে কর্ণের শরীর॥
অতি ক্রোধে কর্ণবীর মারে তীক্ষ্ণশর।
সেই শরে বিন্ধিলেক ধর্ম্ম-কলেবর॥
হৃদয়ে বিন্ধিল আর বিন্ধিল কপাল।
ধ্বজছত্র কাটিলেন বিক্রমে বিশাল॥
গজ অশ্ব কাটা গেল হইল প্রমাদ।
ছিন্ন ভিন্ন সৈন্য সব করে আর্ত্তনাদ॥
অন্য রথে চড়িলেন ধর্ম্ম নৃপবর।
রথ চালাইয়া দেন কর্ণের গোচর॥
জিনিলেন কর্ণ বীর পাণ্ডবের নাথ।
উপহাস করে কর্ণ ধর্ম্মের সাক্ষাৎ॥
ক্ষত্রকুলে জন্মিয়াছ তুমি মহাজন।
বাণেতে কাতর হ'য়ে পরিহর রণ॥
ক্ষত্রধর্ম্মে তোমারে সুদক্ষ নাহি গণি।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মেতে তোমাকে বাখানি॥
আর যুদ্ধ না করহ কর্ণবীর সনে।
যদি প্রাণে রক্ষা পাও যাও নিজস্থানে॥
এত বলি কর্ণবীর ছাড়িল নৃপতি।
ক্ষমিল সকল বীরে কর্ণ সেনাপতি॥
কোপেতে ধাইল ভীম মহাবলধর।
রাজারে করিল পাছু দুই সহোদর॥
কর্ণ ভীম সমাগমে হৈল মহারণ।
বিমানে চড়িয়া দেখে দেবঋষিগণ॥
কালদণ্ড সম যেন বিজলী ঝঙ্কার।
কর্ণেরে মারিল ভীম অস্ত্র খরধার॥
শরে কর্ণ বীরবরে করে ছারখার।
মহাশব্দে ভীমসেন করে মার মার॥
হাতে ধনু ল'য়ে বীর সমরে প্রচণ্ড।
হানিয়া রাজার পুত্রে করে খণ্ড খণ্ড॥
দুই বীরে শরবৃষ্টি করিল প্রকাশ।
অন্ধকারময় শূন্য না চলে বাতাস॥

আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ করিল সন্ধান।
ভীমের হাতের ধনু করে খান খান॥
গদাঘাত কর্ণে করিল বৃকোদর।
মূর্চ্ছিত হইল কর্ণ রথের উপর॥
রথ বাহুড়িল তবে সারথি সত্বর।
ক্ষণেকে চেতন পায় কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
বাহুযুদ্ধ করে দোঁহে নির্ভয় শরীর।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত দোঁহে মহাবীর॥
অশ্বত্থামা বীর তবে প্রতিজ্ঞা করিল।
রাজার গোচরে গিয়া এমত কহিল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর বটে মম পিতৃবৈরী।
তোমারে তুষিব আজি তাহারে সংহারি॥
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে যুদ্ধ যদি করি।
আজিকার যুদ্ধে আমি হ'ব পিতৃবৈরী॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর আসিলেক রণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি আসিল তখনে॥
হুহুঙ্কার করি যুঝে দ্রোণপুত্র সনে।
অশ্বত্থামা মহাবীর মিলিল সমানে॥
মহাবীর অশ্বত্থামা সংগ্রামে নিপুণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের কাটিল ধনুর্গুণ॥
অশ্বসহ সারথিরে করিল সংহার।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু দ্রোণের কুমার॥
ক্রোধভরে আসে অশ্বত্থামা মহাবীর।
মনে ভাবি কাটিবেন ধৃষ্টদ্যুম্ন শির॥
ভীমসেন করিল তাঁহার পরিত্রাণ।
আকাশে অমরগণ করয়ে বাখান॥
মহাবীর কর্ণে তবে বরিষয়ে শর।
বরিষার মেঘ যেন বরিষে নির্ঝর॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডব-সৈন্য কর্ণ বীর শরে।
রাখিতে নারেন সৈন্য ধর্ম্ম নৃপবরে॥
পুনঃ যুধিষ্ঠিরে ধায় কর্ণ মহাবীর।
নারাচ বাণেতে বিন্ধে রাজার শরীর॥
যুধিষ্ঠির হৃদয়ে বিন্ধিল সাত বাণ।
ধর্ম্মের শরীর বিন্ধি কৈল খান খান॥
রাখিবারে রাজারে এল যোদ্ধাগণ।
কর্ণবীর বাণেতে করিল নিবারণ॥
সহদেব নকুল ধর্ম্মের পাশে থাকে।
দুই ভাই বিপক্ষে মারিল লাখে লাখে॥
ত্রিভুবনে বীর নাই কর্ণের সোসর।
কাটিল রাজার ধনু কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
এক বাণে কাটিয়া পাড়িল শরাসনে।
শর ধনু কাটিয়া পাড়িল সেইক্ষণে॥
অবিলম্বে অশ্ব রথ কাটেন কর্ণবীর।
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন ধর্ম্মের উপর॥
দুই ভাই চড়িলেন সহদেব-রথে।
পুনরপি কর্ণবীর ধনু নিল হাতে॥
পাণ্ডবের মাতুল মদ্রের অধিপতি।
কর্ণের সারথী সেই বীর মহামতি॥
ভাগিনার দুঃখ দেখি হৃদয়ে আকুল।
বিস্তর বলিল পাণ্ডবের অনুকূল॥
শুন কর্ণ মহাশয় আমার বচন।
আপনি প্রতিজ্ঞা কৈলা বিস্মর এখন॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে রণ প্রতিজ্ঞা করিলে।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সঙ্গে আরম্ভিলে॥
হীন অস্ত্র যুধিষ্ঠির কবচ রহিত।
তাহাকে বিন্ধিতে কর্ণ না হয় উচিত॥
পার্থে এড়ি যুধিষ্ঠিরে মারিবার আশ।
কৃষ্ণসনে অর্জ্জুন করিবে উপহাস॥
শল্যের বচন শুনি ফিরে কর্ণবীর।
লজ্জা পেয়ে শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির॥
রথ হৈতে নামিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
সরক্ত শরীর রাজা সবিকল মতি॥
সহদেব নকুলেরে পাঠান সত্বর।
যথা যুদ্ধ করে মহাবীর বৃকোদর॥
যুধিষ্ঠিরে এড়ি কর্ণ অন্যেকে ধাইল।
মৃগযুথ মধ্যে যেন গজেন্দ্র পশিল॥
যত অস্ত্র ভৃগুরাম দিল মহাবীরে।
মারিলেন কর্ণবীর নির্ভর অন্তরে॥
পাণ্ডবের সৈন্যেতে করিল হাহাকার।
যুগান্তের যম যেন করিল সংহার॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন বলি মহাশব্দ করে।
ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর গেল কোথাকারে।

সংসপ্তকগণ সঙ্গে সংগ্রাম দুষ্কর।
আসিতে অর্জ্জুন নাহি পান অবসর ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন ধনঞ্জয় বীর।
সৈন্য সব সংহার করিল কর্ণ মহাবীর ॥
পরশুরামের অস্ত্র করিল সন্ধান।
লক্ষ কোটী বাণ মারে দেখ বিদ্যমান ॥
যুগান্তের যম যেন কর্ণবীর ধায়।
হের দেখ সৈন্য সব সম্ভ্রমে পলায় ॥
কৌরবের সৈন্য সব করে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের সৈন্য করে বহুল বিষাদ ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া যুদ্ধ করে বৃকোদর।
যুধিষ্ঠিরে নাহি দেখি সংগ্রাম ভিতর ॥
শুনিয়া কহেন ধনঞ্জয় গদাধরে।
সত্বরে চালাও রথ দেখি যুধিষ্ঠিরে ॥
সংসপ্তকগণ মম আছে অবশিষ্ট।
শীঘ্রগতি চল প্রভু দেখি মোর জ্যেষ্ঠ ॥
অর্জ্জুন বচনে কৃষ্ণ দেন অনুমতি।
যুধিষ্ঠির স্থানে ত্বরা যান শীঘ্রগতি ॥
শঙ্খনাদ করিয়া চলেন ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুনে রোধিল অশ্বত্থামা মহাশয় ॥
দিব্য অস্ত্র দুই বীর করিল সন্ধান।
দেবাসুর যুদ্ধ যেন নাহি অবসান ॥
দ্রোণপুত্রে জিনিয়া অর্জ্জুন মহাবীর।
ভীমের পশ্চাতে আইলেন অতি ধীর ॥
জিজ্ঞাসেন ভীমসেনে রাজার বৃত্তান্ত।
কর্ণযুদ্ধ-কথা ভীম কহিল আদ্যন্ত ॥
কর্ণ শরে বিহ্বল হইল কলেবর।
গেলেন বিষাদে রাজা শিবির ভিতর ॥
দৈবে বাঁচিলেন ভাই ধর্ম্ম নরপতি।
এত বলি নিশ্বাস ছাড়িল মহামতি ॥
শুনিয়া বিকল কৃষ্ণ অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
ভীমেরে বলেন তবে বীর ধনঞ্জয় ॥
কৃপ কর্ণ দ্রোণপুত্র রাজা দুর্য্যোধন।
ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব এখন ॥
আমি হেথা যুদ্ধ করি তুমি যাও তথা
[illegible]য়া এস নৃপবর যথা ॥
ভীমসেন বলিলেন আমি আছি রণে।
যুদ্ধ হইতেছে মম কুরুসৈন্য সনে ॥
হেনকালে এড়ি যাই যদি আমি রণ।
নিন্দিবে পলাল বলি যত কুরুগণ ॥
যুদ্ধ ছাড়িবার এই নহেত সময়।
দেখিয়া আইস যুধিষ্ঠির মহাশয় ॥
ভীমেরে রাখিয়া তবে সংগ্রাম ভিতরে।
কৃষ্ণ পার্থ আইলেন দেখিতে রাজারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুনের কর্ণবধে প্রতিজ্ঞা।

গৃহমধ্যে শুইয়া আছেন যুধিষ্ঠির।
চরণ বন্দেন গিয়া ধনঞ্জয় বীর ॥
উল্লাসেতে উঠি বসিলেন যুধিষ্ঠির।
প্রত্যয় জন্মিল পড়িয়াছে কর্ণবীর ॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির চিন্তিলেন মনে।
কর্ণ মোরে মহাদুঃখ দিল মহারণে ॥
হরষিতে হেথায় আইল দুইজন।
বিনা কর্ণে মারি সখে হেথা আগমন ॥
এত চিন্তি যুধিষ্ঠির নিবারিল দুঃখ।
হরিষে দেখেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের মুখ ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন বার বার।
কহ ভাই অর্জ্জুন যুদ্ধের সমাচার ॥
দেবাসুরজয়ী বীর সূর্য্যের নন্দন।
সভামধ্যে যারে পূজে মানি দুর্য্যোধন ॥
যাহারে পরশুরাম দিল দিব্য ধনু।
অভেদ্য কবচ যার আবরিল তনু ॥
যার ভুজবীর্য্যে দগ্ধ হই রাত্রিদিনে।
ত্রয়োদশ বৎসর আছিনু দুঃখে বনে ॥
মন স্থির নহে মম না ঘুচে তরাস।
নিরন্তর দেখি কর্ণ আসে মম পাশ ॥
সেই কর্ণে আজি বুঝি মারিলে সমরে।
আনন্দ পূরিল আজি আমার অন্তরে ॥
মহাবীর কর্ণে তুমি কেমনে মারিলা।
মহাসিন্ধু হৈতে তুমি কেমনে তরিলা ॥

যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি অতি ভয়ঙ্কর।
সশঙ্কিত ধনঞ্জয় দিলেন উত্তর ॥
আমার অরিষ্ট ছিল সংসপ্তকগণ।
তার সনে আমার আছিল মহারণ ॥
তবে অশ্বত্থামা সনে আছিল বিরোধ।
শরবৃষ্টি করি করে তাহার নিরোধ ॥
কর্ণে মারিবারে যাই করিয়া সন্ধান।
ভীম-মুখে শুনিলাম তব অপমান ॥
তোমার কুশল জানি যাই আরবার।
অবশ্য করিব আমি কর্ণেরে সংহার ॥
অক্ষয় আছয়ে কর্ণ শুনিয়া বচন।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
কর্ণশরে ত্রাসিত যে পাণ্ডবের পতি।
অর্জ্জুন ভর্ৎসিয়া বলেন মহামতি ॥
একেশ্বর যুদ্ধ করে বীর বৃকোদর।
আইলে তাহারে যুদ্ধে রাখিয়া সত্বর ॥
কর্ণেরে মারিব বলি করিয়াছ পণ।
তারে দেখি এখন পলাও কি কারণ ॥
তোর জন্ম দিনেতে যে হৈল দৈববাণী।
পৃথিবী জিনিয়া মোরে দিবা রাজধানী ॥
দৈবের বচন মিথ্যা হৈল হেন দেখি।
তোমা পুত্রে পুত্রবতী কুন্তী কেন লিখি ॥
গর্ভ হৈতে কেন না পড়িলি পঞ্চমাসে।
বিফল ধরিল কুন্তী তোরে গর্ভবাসে ॥
যক্ষরাজ ধনু দিল ইন্দ্র দিল শর।
ভুবন সংহার অস্ত্র দিল মহেশ্বর ॥
মায়ারথ দিল তোরে গন্ধর্ব্বের পতি।
অস্ত্র সব আছে তোর পবনের গতি ॥
রথধ্বজে হনুমান মহাবলন্ত।
আপনি সারথি কৃষ্ণ প্রতাপে অনন্ত ॥
হাতে তোর গাণ্ডীব অক্ষয় ধনুঃশর।
পলাইলে কর্ণভয়ে প্রাণেতে কাতর ॥
গাণ্ডীবের যোগ্য তুমি মহা ধনুর্দ্ধর।
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ শুনহ বর্ব্বর ॥
অগ্রে কৃষ্ণে দিতে যদি গাণ্ডীব তোমার।
এত দিনে কুরুগণ হইত সংহার ॥
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ কৃষ্ণ হৌন রথী।
রথের উপরে তুমি হওত সারথি ॥
এতেক দুর্ব্বাণী শুনি পার্থ বারে বারে।
খড়্গ ল'য়ে উঠিলেন ভূপে কাটিবারে ॥
নিবারিয়া কৃষ্ণ তারে করেন ভর্ৎসন।
জ্যেষ্ঠ ভাই কাটিবারে চাহ কি কারণ ॥
অর্জ্জুন বলেন মম প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়।
হেন বাক্য বলে যেই তারে করি ক্ষয় ॥
গাণ্ডীব ছাড়িতে মোরে যে জন বলিবে।
অবশ্য কাটিব তারে গুরু যদি হবে ॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিলে হয় নরক অনন্ত।
গুরু বধ করি হয় নরক দুরন্ত ॥
দুই কর্ম্মে নরকেতে হইবে প্রয়াণ।
তুমি দেব জান বেদশাস্ত্রের বিধান ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন ধনঞ্জয়।
গুরুজনে না বধিও আছয়ে উপায় ॥
ক্ষান্ত হও ধনঞ্জয় স্থির কর মন।
শুনিয়া কহেন পার্থ বিনয় বচন ॥
দোষ না জানিয়া যেবা করে অপমান।
শাস্ত্রেতে কহিল তার মরণ বিধান ॥
গোসাঞি রাখিল তেঁই রহিল পরাণ।
নিজে ভয় পাইয়া করেন অপমান ॥
আপনি ভয়ার্ত্ত হও কর্ণযুদ্ধ দেখি।
হারিয়া পলাও তুমি সংগ্রাম উপেক্ষি ॥
ভীম নাহি দেয় কার' মনে অনুতাপ।
দুর্নিবার রণে যার অতুল প্রতাপ ॥
শত শত হস্তী মারে গদার প্রহারে।
যূথে যূথে অশ্ব বীর বৃকোদর মারে ॥
করয়ে দুষ্কর কর্ম্ম ভাই বৃকোদর।
সে নাহি নিন্দয়ে মোরে বলিয়া বর্ব্বর ॥
তুমি কর অপকর্ম্ম সভার ভিতর।
পাশাতে হারিলা যত ধন রত্ন ঘর ॥
তোমার কারণে মোরা চারি সহোদর।
নানা-দুঃখ ভুঞ্জিলাম অরণ্য ভিতর ॥
আপনা কাটিতে চান বীর ধনঞ্জয়।
হাত হৈতে খড়্গ লন কৃষ্ণ মহাশয় ॥

অর্জ্জুন বলেন করিলাম কোন কর্ম্ম।
গুরুনিন্দা করিলাম যাহাতে অধর্ম্ম ॥
আপনাকে বধ করি প্রায়শ্চিত্ত বিধি।
আজ্ঞা কর নিষেধ না কর গুণনিধি ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ।
আপনা প্রশংসা কর মরণ সমান ॥
আপনার প্রশংসা করিলে বার বার।
তবে তব প্রতিজ্ঞার হইবে উদ্ধার ॥
আপনা প্রশংসা তবে করেন অর্জ্জুন।
আমার সমান কেবা ধরে এত গুণ ॥
মম সম ধনুর্দ্ধর নাহিক সংসারে।
বাহুবলে চারিদিকে জিনেছি সমরে ॥
সংশপ্তকগণে আমি ক'রেছি সংহার।
কর্ণবীর সনে যুদ্ধ করি বার বার ॥
এত বলি ধনঞ্জয় যুড়ি দুই কর।
অপরাধ ক্ষমা চান ধর্ম্মের গোচর ॥
লজ্জায় কহেন পার্থ পড়িয়া চরণে।
নিন্দা করিয়াছি আমি ধর্ম্মের কারণে ॥
বিস্তর বলেন তবে কৃষ্ণ মহামতি।
অর্জ্জুনে প্রসন্ন হইলেন নরপতি ॥
করিলেন প্রতিজ্ঞা অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
আজ কর্ণে সংহারিব সংগ্রাম ভিতর ॥
তব পদ স্পর্শ করি কহিলাম সার।
সত্যভ্রষ্ট হই যদি কর্ণে রাখি আর ॥
ধনঞ্জয় গোবিন্দে রাখিয়া মনোরথে।
গোবিন্দ সারথি সহ উঠিলেন রথে ॥
শ্রীকৃষ্ণেরে বলিলেন বীর ধনঞ্জয়।
তোমার প্রসাদে আমি করিব বিজয় ॥
রাজা ধৃতরাষ্ট্র হবে পুত্র-পৌত্রহীন।
আজি বসুমতী হবে ধর্ম্মের অধীন ॥
আজি দুর্য্যোধন রাজা হইবে নিধন।
পাশা নাহি খেলিবে শকুনি দুর্য্যোধন ॥
আজি, সুখে নিদ্রা যাইবেক যুধিষ্ঠির।
আজি যুদ্ধে পড়িবেক কর্ণ মহাবীর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নানাযুদ্ধের পর ভীম কর্ত্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান।

হেনমতে চলিলেন সংগ্রাম ভিতর।
বাসুদেব সহিত অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥
সহদেব নকুল সহিত বৃকোদর।
নিরখিয়া কুরুবল বরিষয়ে শর ॥
সারথি বিশোক নামে তারে ভীম পুছে।
আমার রথেতে দেখ কত অস্ত্র আছে ॥
আজি রণে পড়িবে সকল কুরুগণ।
নতুবা আমারে মারিবেক দুর্য্যোধন ॥
ভীমের বচনে তবে বিশোক দেখিল।
ষাটি সহস্রেক বাণ গণিয়া বলিল ॥
দশ সহস্রেক বাণ বজ্রের সমান।
আর যত বাণ আছে কে করে গণন ॥
অবশিষ্ট কত বাণ রথোপরি রহে।
বিশোক সারথি তবে ভীম প্রতি কহে ॥
তবে ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞা করিল।
আজিকার রণেতে কৌরব হত হৈল ॥
যতক্ষণ না আইসে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
সুসজ্জা করহ রথ করিতে বিজয় ॥
হেনকালে উত্তরে হইল কোলাহল।
ছাইল অর্জ্জুন বাণ গগনমণ্ডল ॥
চতুরঙ্গ সেনা পড়ে অর্জ্জুনের বাণে।
হাহাকার শব্দ যত করে কুরুগণে ॥
সৌবল বলিল শুন রাজা দুর্য্যোধন।
হের দেখ সৈন্য ক্ষয় করিল অর্জ্জুন ॥
আমি অগ্রসরি করি ভীমেরে সংহার।
মজিল কৌরব সৈন্য নাহিক নিস্তার ॥
মহাবল সৌবল ভীমের প্রতি ধায়।
মহাযুদ্ধ ঘোরতর হইল তথায় ॥
মারিলেক শক্তি ভীম সৌবলের মাথে।
সেই শক্তি সৌবল ধরিল বামহাতে ॥
সেই শক্তি ফেলি মারে ভীমের উপরে।
বাহুবিদ্ধি রথোপরে পাড়িল ভীমেরে ॥
পুনঃ উঠি ভীমসেন বিন্ধিল সৌবলে।
মূর্চ্ছিত সৌবল রাজা পড়িল ভূতলে ॥

রথ ফিরাইয়া নিল রথের সারথি।
ভঙ্গ দিল কুরুবল যত সেনাপতি ॥
ভঙ্গ দিল আপনি নৃপতি দুর্য্যোধন।
সৈন্যগণ লন গিয়া কৃষ্ণের শরণ ॥
যুঝিতে আইল কর্ণ দেখি সৈন্যভঙ্গ।
জ্বলন্ত অনল যেন দেখিতে তুরঙ্গ ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব বরিষয়ে শর।
বেড়িয়া মারয়ে সব কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
সাত্যকিরে বিন্ধিল বিংশতি মহাশরে।
শিখণ্ডীরে দশ বাণ পঞ্চ বৃকোদরে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শত বাণ মারে বজ্র শরে।
সপ্তদশ বাণ মারে দ্রুপদকুমারে ॥
সংশপ্তকে মারে সহদেব দশ শর।
সাত বাণ মারিল নকুল ধনুর্দ্ধর ॥
ক্রমেতে বিন্ধিল ভীম ত্রিশ মহাশর।
সব শর নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
হাসিয়া বিজয় ধনু লইলেক হাতে।
বাণাঘাতে সর্ব্ব সৈন্য যায় চতুর্ভিতে ॥
সাত্যকির ধ্বজ কাটি কাটে শরাসন।
আর বাণ হৃদয়ে বিন্ধিল সেইক্ষণ ॥
রথ শূন্য হইলেন সাত্যকি তখন।
তিন বাণে সারথিরে করিল নিধন ॥
নিমিষে বিমুখ কৈল সব ধনুর্দ্ধর।
ভীত হ'য়ে সৈন্য সব পলায় সত্বর ॥
দূরে থাকি দেখেন অর্জ্জুন মহাবীর।
দেবাসুর যুদ্ধে যার নির্ভয় শরীর ॥
কৃষ্ণেরে বলেন মহাবীর ধনঞ্জয়।
হের দেখ কর্ণবীর যুঝয়ে নির্ভয় ॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডব-দল সৈন্য দিল ভঙ্গ।
পলাইয়া যায় যেন আকুল তরঙ্গ ॥
ঝাট রথ চালাও গোবিন্দ মহাবল।
সংগ্রামে মারিব আজি কৌরব সকল ॥
হাসিয়া চালান রথ গোবিন্দ সারথি।
দূরে থাকি রণ দেখে কুরু নরপতি ॥
কর্ণেরে বলিল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
হের দেখ আসিতেছে নর নারায়ণ ॥
ক্রোধভরে আইল অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
ইহা সম বীর নাহি সংগ্রাম ভিতর ॥
সর্ব্ব সৈন্যে আদেশিল কর্ণ মহামতি।
সবে মেলি মার আজি পার্থ মহামতি ॥
অশ্বত্থামা দুঃশাসন বীর আদি করি।
অর্জ্জুনেরে বেড়িল যে কর্ণ আগুসরি ॥
অর্জ্জুনের বাণে সব বিমুখ হইল।
হাতে অস্ত্র কর্ণবীর রণে প্রবেশিল ॥
সাত্যকি বিন্ধিল বাণ কর্ণ বিদ্যমান।
কাটিয়া সকল সৈন্য করে খান খান ॥
গদা ল'য়ে ভীমসেন করে মহারণ।
সহস্র সহস্র পড়ে গজ অগণন ॥
তবে দুঃশাসন বীর বাছি মারে শর।
তিন বাণে বিন্ধিল ভীমের কলেবর ॥
কাটিয়া হাতের ধনু রথের সারথি।
শরেতে জর্জ্জর হৈল ভীম মহামতি ॥
মত্তগজ সম বীর গদা ল'য়ে হাতে।
যম সম আইলেন সংগ্রাম করিতে ॥
গদা ফেলি মারিলেন দুঃশাসন শিরে।
দুঃশাসন পড়ে শত ধনুক অন্তরে ॥
সারথি কবচ অশ্ব আর শরাসন।
গদার প্রহারে চূর্ণ কৈল সেইক্ষণ ॥
রথেতে পড়িল যদি বীর দুঃশাসন।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ভীম করিল স্মরণ ॥
শীঘ্র গেল যথায় পড়িল দুঃশাসন।
রথ হৈতে লাফ দিয়া পড়ে সেইক্ষণ ॥
দাণ্ডাইয়া দেখে যত কৌরব কুমার।
বাহু আস্ফালিয়া ভীম বলে বার বার ॥
আমি দুঃশাসনের করিব রক্তপান।
কার শক্তি ইহারে করিবে পরিত্রাণ ॥
ক্রোধমনে ভীমসেন কহে উচ্চৈঃস্বরে।
হইয়া রাক্ষস মূর্ত্তি সংগ্রাম ভিতরে ॥
অতি ক্রোধে ভীমসেন সংগ্রামে অপার
খড়্গ ল'য়ে বিদারিল হৃদয় তাহার ॥
করিয়া শোণিত পান কহে বৃকোদর।
অমৃতে পূরিল আজি মম কলেবর ॥

দুর্য্যোধন কর্ণবীর দেখে বিদ্যমান।
ভীমসেন করে দুঃশাসন রক্ত পান ॥
রক্ত পিয়ে ভীমসেন সংগ্রাম ভিতরে।
রাক্ষস বলিয়া লোক পলাইল ডরে ॥
দেখিয়া ধাইল বীর কর্ণ মহামতি।
ভীমের উপরে বাণ মারে শীঘ্রগতি ॥
যুধামন্যু মহাবীর যুড়ি শর মারে।
চিত্রসেন মহাবীর পড়িল সমরে ॥
দুঃখী হয়ে দুর্য্যোধন ভ্রাতার মরণে।
পাণ্ডব-সৈন্যেতে তবে আইল আপনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে কর্ণ পর্ব্বে মরে দুঃশাসন ॥

অর্জ্জুনের হস্তে কর্ণ পুত্র বৃষসেনের মৃত্যু।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় যুদ্ধ বিবরণ।
ব্যক্ত করি যুদ্ধকথা কহ তপোধন ॥
কর্ণেরে বলিল দুর্য্যোধন মহাশয়।
গাণ্ডীব লইয়া আসে বীর ধনঞ্জয় ॥
রক্তপান করি তবে বীর বৃকোদর।
দুঃশাসন রক্তেতে লেপিল কলেবর ॥
দুর্য্যোধন যথা আছে ভ্রাতৃগণ সঙ্গে।
অস্ত্র ল'য়ে তথা ভীম যান মনোরঙ্গে ॥
দশবাণ মারিয়া কাটিল পঞ্চজন।
সেই শোকে ভয়েতে পলায় দুর্য্যোধন ॥
দেখি কর্ণ আইলেক করিবারে রণ।
কর্ণে দেখি পলায় সকল সৈন্যগণ ॥
সর্ব্ব সৈন্য ভঙ্গ দিল নাহি চায় পাছে।
ভ্রাতৃশোকে দুর্য্যোধন প্রাণমাত্র আছে ॥
সর্ব্ব মুখ্য কর্ণবীর খ্যাত ধনুর্দ্ধর।
মুখ্য বীর বৃষসেন হাতে নিল শর ॥
কর্ণপুত্রে নকুলে হইল মহারণ।
নকুলের রথ কাটি ফেলে সেইক্ষণ ॥
ভীম রথে চড়িলেন নকুল দুর্জ্জয়।
মহাবলবন্ত বীর রণেতে নির্ভয় ॥
সহদেব নকুল ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র নির্ভয় শরীর ॥
ভীমে খেদাড়িয়া চলে বীর বৃষসেন।
কিঞ্চিৎ নাহিক ভয় কর্ণের নন্দন ॥
অশ্বত্থামা কৃপ দুর্য্যোধন নরপতি।
বৃষসেনে রাখিতে আইল শীঘ্রগতি ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ অস্ত্রের নির্ঘাত।
চতুরঙ্গ দলে হৈল বহুত নিপাত ॥
তবে বৃষসেন বীর কর্ণের নন্দন।
তিন বাণে অর্জ্জুনে বিন্ধিল সেইক্ষণ ॥
মারিল দ্বাদশ শর কৃষ্ণ-কলেবরে।
মহাবীর বৃকোদরে বিন্ধিলেক শরে ॥
সাত বাণে নকুলের নাশে অহঙ্কার।
মহাবীর বৃষসেন সংগ্রামে দুর্ব্বার ॥
রুষিয়া অর্জ্জুন বীর হাতে নিল শর।
তাহাতে বিন্ধেন বৃষসেন-কলেবর ॥
ক্ষুর বাণে ধনঞ্জয় কাটি ধনুর্ব্বাণ।
মাথা কাটি পাড়িলেন কর্ণ বিদ্যমান ॥
পুত্রশোকে কর্ণের লোচনে জল ঝরে।
শোকানলে জ্বলি কর্ণ ধাইল সত্বরে ॥
অর্জ্জুনে বলেন কৃষ্ণ শুন মহামতি।
পুত্রশোকে ধায় দেখ কর্ণ সেনাপতি ॥
দেবাসুরজয়ী জান কর্ণ মহাবীর।
সাবধানে যুদ্ধ কর না হও অস্থির ॥
হের দেখ শরজাল করে কর্ণ বীর।
বরিষার মেঘ যেন বরিষয়ে নীর ॥
ইন্দ্রের ধনুক হেন দেখ বিদ্যমান।
কর্ণ হাতে শোভিত বিজয় ধনুর্ব্বাণ ॥
দুর্য্যোধন মহাবীর করে সিংহনাদ।
ধনুক টঙ্কার শুনি জয় জয় নাদ ॥
রণ করি কর্ণ বীরে করহ নিধন।
তোমার সমান বীর নহে কোন জন ॥
বর দিল তোমারে প্রসন্ন শূলপাণি।
কর্ণে সংহারিবে তুমি হেন আমি জানি ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ না কর বিস্ময়।
কর্ণেরে মারিব আজি জানিহ নিশ্চয় ॥
হেনকালে কর্ণ আসে সংগ্রাম ভিতরে।
পুত্রশোকে তাহার নয়নে জল ঝরে ॥

দুই বীরে দেখা দেখি হইল সমর।
রণেতে শোভিল যেন দুই দিবাকর॥
দুই রথে দীপ্তমান উভয়ের ধ্বজ।
এক রথে কপি শোভে আর ধ্বজে গজ॥
কর্ণ বেড়ি কৌরব করয়ে সিংহনাদ।
শঙ্খ ভেরি বাজে আর জয় জয় নাদ॥
অর্জ্জুনেরে বেড়িয়া বিচিত্র বাদ্য বাজে।
সিংহনাদ শব্দ করে পাণ্ডবের মাঝে॥
নানা অস্ত্র মারি সৈন্য করয়ে নিধন।
মহাবজ্রাঘাতে যেন পড়ে তরুগণ॥
দুই দলে মিশাইয়া চাহে কুতূহলে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব এল গগনমণ্ডলে॥
যতেক দানব যক্ষ পিশাচ রাক্ষস।
সকলে চাহয়ে সদা রাধেয়ের যশ॥
চাহেন অর্জ্জুন যশ সকল অমর।
অন্তরীক্ষে পুত্রযশ চাহে দিবাকর॥
অর্জ্জুনের যশ চান ত্রিদশ ঈশ্বর।
দুই বীরে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর॥
শল্য নৃপে জিজ্ঞাসেন কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
আমারে স্বরূপ কহ শল্য বীরবর॥
অর্জ্জুনের যুদ্ধে যদি আমি পড়ি রণে।
তবে কোন কোন কর্ম্ম করিবা আপনে॥
হাসিয়া বলিল শল্য আমি একেশ্বর।
কৃষ্ণ সহ সংহারিব পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
গোবিন্দেরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়।
যদ্যপি আমারে কর্ণ করে পরাজয়॥
কোন কর্ম্ম করিবে আপনি নারায়ণ।
কেমনে হইবে তবে কর্ণের নিধন॥
হাসিয়া বলেন তবে কৃষ্ণ মহাশয়।
শুন বীর ধনঞ্জয় কহিব নিশ্চয়॥
সূর্য্য যদি শূন্য হৈতে ভ্রষ্ট ক্ষিতিতলে।
খণ্ড খণ্ড হয় যদি পৃথিবীমণ্ডলে॥
কহিলাম এত যদি হয় বিপরীত।
তোমারে জিনিতে কর্ণ নারে কদাচিৎ॥
অর্জ্জুন বলেন তবে করি অহঙ্কার।
অবশ্য করিব আজি কর্ণেরে সংহার॥
শৃঙ্গ ভেরী দুন্দুভি যে ঘন ঘন বাজে।
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় রণমাঝে॥
অর্জ্জুনে বিন্ধিল দশ বাণে কর্ণবীর।
হাসেন অর্জ্জুন বীর অক্ষয় শরীর॥
আকর্ণ পূরিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
দশ বাণ মারিলেন কর্ণের হৃদয়॥
এইমত বাণ যুদ্ধ হইল বিস্তর।
অক্ষয় শরীর দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর॥
নারাচ বরিষে কত অতি খরসান।
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপাদি আর নানা বাণ॥
অস্ত্রগণ পড়ে যেন পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে।
ভ্রূকুটি কটাক্ষে যেন বিজলী ঝলকে॥
কর্ণকে পরশুরাম ব্রহ্ম অস্ত্র দিল।
হেন অস্ত্র কর্ণবীর সন্ধান পূরিল॥
যুগান্তের যম যেন উড়ি যায় শর।
নিবারিতে নারিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
মহাবেগে পড়ে বাণ অর্জ্জুন উপরে।
হেনকালে কৃষ্ণ তাহা ধরে দুই করে॥
কর্ণের প্রতাপে স্থির নহে সৈন্যগণ।
ভীম কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে বলিল তখন॥
উপরোধ ছাড় ভাই না করিহ হেলা।
কর্ণ বধ কর অস্ত্র যুড়ি এই বেলা॥
সাবধানে আর অস্ত্র না হও বিমন।
তব বিস্ময়মানে পড়ে সব সৈন্যগণ॥
অযুত অযুত অস্ত্র ছাড়ে ধনঞ্জয়।
মহাসত্ত্ব কর্ণ বীর নাহি করে ভয়॥
বাণে অন্ধকার করিলেক কর্ণবীর।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ হইল অস্থির॥
নিরন্তর বিন্ধিল অর্জ্জুন-কলেবর।
সর্ব্ব বাণ কাটিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
বাসুদেবে বিন্ধিল নারাচ বাণ মারি।
আর যত বাণ পড়ে লিখিতে না পারি
সর্ব্বলোক চিন্তিত চাহিয়া দুইজনে।
কৃষ্ণার্জ্জুনে নিবারিল কর্ণ মহাবাণে॥
সর্ব্বাঙ্গ হইল ক্ষত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সহস্র এড়েন বাণ কর্ণের উপর॥

কর্ণবধ। 「পৃষ্ঠা।—৬৫৯

কর্ণ শল্য কুরুবল বাণে আবরিল।
অন্ধকার করি সবে বাণ বরষিল॥
শল্যকে বিন্ধেন পার্থ তীক্ষ্ণ দশ শরে।
বিন্ধেন দ্বাদশ বাণ কর্ণের শরীরে॥
রুধির পড়িছে ধারে কর্ণের শরীরে।
পুনঃ সপ্ত বাণ বিন্ধে কর্ণ মহাবীরে॥
সহস্র সহস্র বাণ নিমিষে চলিল।
অন্ধকার করি অস্ত্র গগন ভরিল॥
অর্জ্জুনের বাণ যেন বিজলী তরঙ্গ।
নষ্ট হৈল কুরুবল রণে দিল ভঙ্গ॥
ভঙ্গ দিল কুরুবল কর্ণ একেশ্বর।
মহারথি সারথি দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর॥
জয়নাদ করে অস্ত্র ধরি করে বীর।
দেবাসুর যুদ্ধে যার অক্ষত শরীর॥
কর্ণবীর অর্জ্জুনেরে বধে মনে করি।
অর্জ্জুনে মারিতে অস্ত্র এড়ে সারি সারি॥
শরজালে কর্ণবীর পূরিল গগন।
কম্পমান হইল পাণ্ডব-সৈন্যগণ॥
হেনকালে এক সর্প রাক্ষস সমান।
পাতাল হইতে সে হইল আগুয়ান॥
যুদ্ধ করে কর্ণ বীর পার্থের সহিত।
দাণ্ডাইয়া কহে সর্প কর্ণের সাক্ষাৎ॥
মম ভ্রাতৃবধ কৈল কুন্তীর কুমার।
এইকালে করি আমি পার্থেরে সংহার॥
কোনরূপে করি আজ অর্জ্জুনে সংহার।
অতি ক্রোধে সর্প তবে বলে বার বার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কর্ণ বধ।

দহিতে খাণ্ডব বন, মম মায়ে বিনাশন,
করিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
আজি বৈরী উদ্ধারিব, অর্জ্জুনেরে সংহারিব,
কর্ণ সনে করিব মিলন॥
এতেক ভাবিয়া নাগ, মনেতে করিয়া রাগ,
আকাশে উঠিল সেইক্ষণ।
জননীর বৈরি শোধি, কিরূপে অর্জ্জুন বধি,
এই যুক্তি ভাবে মনে মন॥
আপনি সুবুদ্ধি বীর, সঙ্কুচিয়া স্বশরীর,
রণ মধ্যে করিল প্রবেশ।
মুখেতে অনল জ্বলে, উল্কা যেন ভূমিতলে,
যোগবলে হৈল বাণ-বেশ॥
হেনকালে দিব্যবাণ, কর্ণ পূরিল সন্ধান,
অর্জ্জুনের বধ মনে করি।
সুবিখ্যাত কর্ণবীর, কোপভরে নহে স্থির,
রুদ্র বাণ নিল করে ধরি॥
রুদ্র-বাণ ল'য়ে হাতে মহাবীর অঙ্গনাথে,
অধিষ্ঠাতা তাহে হৈল সর্প।
সন্ধান করিল বীর, বিনাশিতে পার্থ বীর,
পরশুরামের যত দর্প॥
বুঝিয়া বিশেষ কায, নিষেধিল শল্যরাজ,
ভাগিনীরে করিবারে ত্রাণ।
শুন কর্ণ বীরবর, পুনশ্চ সন্ধান কর,
শরাসন নহে পরিমাণ॥
ক্রোধমুখে বীর কর্ণ, নয়ন অরুণ বর্ণ,
না করিব সেই শরবৃষ্টি।
মারে আর দুই শর, বিন্ধি করে জর জর,
উপদেশ না করে অনিষ্টি॥
মারিব অর্জ্জুন তোকে, দেখিবে সকললোকে,
এত বলি এড়ে কর্ণ শর।
আকাশে আইসে বাণ, অগ্নি যেন দীপ্তমান,
ব্যস্ত হইলেন দামোদর॥
পায়ে চাপি রথবর, বসায়েন ভূমিপর,
হাঁটু গাড়ি তুরঙ্গ পশিল।
প্রশংসয়ে দেবগণ, সুশিক্ষিত জনার্দ্দন,
এক হস্তে পৃথিবী ধরিল॥
পার্থ মহাবীরবর, নাশিতে নারেন শর,
মাথার কিরীট কাটা গেল।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল, নানারত্ন শোভা ছিল,
যে কিরীট ইন্দ্র দিয়াছিল॥
যেন অস্ত গিরিবর, একা রহে দিনকর,
গিরি হৈতে চূড়া পড়ে খসি।

সে হেন কিরীট পড়ি, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
প্রভা উঠে গগন পরশি ॥
পুনঃ গেল শর্প বাণ, কর্ণবীর বিদ্যমান,
বিনয়ে কহিল বহুতর ।
না পাই সন্ধান যোগ, বিফল হইল ভোগ,
এড় পুনঃ উল্কা সম শর ॥
পুছে কর্ণ মহাশয়, সর্প দিল পরিচয়,
পুনঃ রণে কর্ণ মহাশয় ।
পূর্ব্বের সংগ্রাম যত, সকলি হইল হত,
এবে করি অর্জ্জুনের ক্ষয় ॥
জানিয়া কর্ণের দর্প, পুনঃ গেল কালসর্প,
অর্জ্জুনেরে করিতে সংহার ।
মুখেতে অনল বৃষ্টি, ধাইলেন ঊর্দ্ধদৃষ্টি,
সর্ব্বলোকে দেখে ভয়ঙ্কর ॥
জানিয়া সর্পের তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ কহেন সত্য,
সন্ধান করহ ধনঞ্জয় ।
সত্বরে আইলে সর্প, অগ্নি সম মহাদর্প,
শীঘ্র তারে কর পরাজয় ॥
ছয় বাণ যুড়ি বীর, কাটিল সর্পের শির,
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল ।
দর্পে পরাজয় করি, কৃষ্ণ দুই হাতে ধরি,
ভূমি হ'তে রথ উদ্ধারিল ॥
পুনঃ কর্ণ ধরি ধনু, বিন্ধিল অর্জ্জুন তনু,
বাছিয়া বাছিয়া এড়ে বাণ ।
বাণে নিবারিয়া বাণ, ধনঞ্জয় ধনুর্ব্বাণ,
নিজ বাণ করেন সন্ধান ॥
কর্ণের শরীর ভেদি, রক্তে যেন বহে নদী,
সর্ব্ব গাত্রে বহিছে রুধির ।
কর্ণবীর অস্ত্র মারি, সর্ব্ব অস্ত্র নাশ করি,
পুনঃ অস্ত্র এড়ে মহাবীর ॥
ভেদিল দ্বাদশ শরে, দামোদর কলেবরে,
আর বাণ মারে শীঘ্রগতি ।
সন্ধান করিয়া শরে, বিন্ধিলেক পার্থবীরে,
হাসিলেন কর্ণ যোদ্ধাপতি ॥
অর্জ্জুন যে সুসন্ধানে, কবচ কাটেন বাণে,
নিবারিতে নারে কর্ণবীর ।

বাছিয়া মারেন শর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
পুনঃ পুনঃ মারিছেন তীর ॥
হৈল যেন বজ্রাঘাত, কম্পে যেন দীননাথ,
কর্ণবীর সহিতে না পারে ।
বাছিয়া মারিলা শর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
সত্বরে বিন্ধেন কর্ণবীরে ॥
অবশ হইল তনু, খসিল হস্তের ধনু,
মূর্চ্ছিত হইল কর্ণবীর ।
কর্ণকে মূর্চ্ছিত দেখি, শ্রীকৃষ্ণ কহেন ডাকি,
শুন ধনঞ্জয় মহাবীর ॥
সাবধানে কর রণ, আজি কর নিপাতন,
শীঘ্র বিন্ধ কর্ণের শরীর ।
প্রকাশিয়া নিজ শৌর্য্য, কর কর্ণ বধকার্য্য,
যাহা কহিলেন যুধিষ্ঠির ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য, নাশিতে বিপক্ষ পক্ষ,
পার্থ মারিলেন বহু বাণ ।
মহা অস্ত্র যত ছিল, সে সকল পাসরিল,
গুরুশাপে হইয়া অজ্ঞান ॥
মহাসত্ত্ব কর্ণবীর, চৈতন্য পাইয়া ধীর
নানা অস্ত্র করে বরিষণ ।
তিন বাণে জনার্দ্দনে, বিন্ধিলেন সেইক্ষণে
ধনঞ্জয় মারে সাত বাণ ॥
কাটা গেল ধনুর্গুণ, লজ্জিত হইল পুনঃ
আর গুণ দিয়া যুড়ি শরে ।
অর্জ্জুন মারেন শর, কাটে কর্ণ ধনুর্দ্ধ
হাসি পুনঃ বাণ নিল করে ॥
ধরিয়া বিজয় ধনু, বিন্ধিল অর্জ্জুন ত
শরে কর্ণ করে অন্ধকার ।
অর্জ্জুনে ফাঁপর দেখি, শ্রীকৃষ্ণ কহেন ডা
শীঘ্র কর কর্ণেরে সংহার ॥
কৃষ্ণবাক্যে রুদ্র বাণ, পার্থ করি সুসন্ধ
বজ্র যেন হাতে লৈল শক্র ।
ব্যর্থ হয় ব্রহ্মশাপ, কর্ণ পায় অনুত
পৃথিবী গ্রাসিল রথচক্র ॥
ক্রন্দন করয়ে বীর, নয়নেতে বহে নী
অর্জ্জুনে কহিলা উচ্চৈঃস্বরে ।

মুহূর্ত্তেক ক্ষমা কর, ওহে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
রথচক্র উদ্ধারিব করে ॥
যেই জন মুক্তকেশ, প্রহারে বিকল বেশ,
শরণ মাগয়ে যদি রণে।
কবচ রহিত জনে, নাহি ধরে অস্ত্রগণে,
তারে মারে কাপুরুষ জনে ॥
তুমি লোকে নরোত্তম, তব কীর্ত্তি অনুপম,
ধর্ম্মজ্ঞানে তোমারে বাখানি।
রথের উপরে তুমি, অভাগ্যেতে আমি ভূমি,
মুহূর্ত্তেক ক্ষমা কর জানি ॥
কৃষ্ণ হৈতে নাহি ভয়, তোমাতে সংশয় হয়,
সে কারণে সাধি হে তোমাকে।
বিধি মোরে হৈল বক্র, পৃথিবী গিলিল চক্র,
ক্ষমা করি উদ্ধার আমাকে ॥
শুনিয়া কর্ণের বাণী, ক্রোধে কন চক্রপাণি,
বিপদ কালেতে স্মর ধর্ম্ম।
একবস্ত্রা রজঃস্বলা, দ্রুপদনন্দিনী বালা,
সভামধ্যে কৈলা কোন কর্ম্ম ॥
শকুনি সৌবল সনে, দুর্য্যোধন নরাধমে,
কপটে রচিল পাশা সারি।
ক্ষত্রধর্ম্ম ছাড়ি কার্য্য, কপটে লইল রাজ্য,
কোন শাস্ত্রে পাইলা বিচারি ॥
সন্দেশ মিশ্রিত বিষে,ভীমে খাওয়ালে শেষে,
বান্ধিয়া সকল কলেবর।
ফেলাইয়া দিলে জলে, রক্ষা পায় ধর্ম্মবলে,
সেই কথা কহিতে বিস্তর ॥
জৌগৃহ নির্ম্মাণ করি, তাহাতে পাণ্ডব ভরি,
অগ্নি দিলে কি বিচার করি।
কোন শাস্ত্রে হেন ধর্ম্ম, বিচারিয়া কর কর্ম্ম,
দৈবে তাহা আনিল উদ্ধারি ॥
দ্বাদশ বৎসর বনে, বঞ্চিলেন পঞ্চজনে,
বৎসরেক রহে অজ্ঞাতেতে।
সভাতে মাগিল যবে,রাজ্য নাহি দিলে তবে,
হেন ধর্ম্ম বুঝাও কিমতে ॥
অভিমন্যু গেল রণে, বেড়ি মারো সপ্তজনে,
দুগ্ধপোষ্য শিশুত কুমার।
কোনধর্ম্মে মার তারে, স্বরূপ কহিবা মোরে,
কোথা ছিল ধর্ম্মের বিচার ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা, অর্জ্জুনের বাড়ে ব্যথা,
পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথা মনে হয়।
বাড়িল পার্থের ক্রোধ, না মানেন উপরোধ,
রক্তচক্ষু ওষ্ঠ কম্প হয় ॥
তবে কর্ণ মহাক্রোধে, নিতান্ত মরিব বোধে,
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে সেইক্ষণ।
অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র মারি, কর্ণ বাণ ব্যর্থ করি,
দিব্যাস্ত্র যুড়িল শরাসন ॥
পার্থ যুড়ি অগ্নিবাণ, যেন অগ্নি দীপ্তিমান,
কর্ণ পানে চান একদৃষ্টি।
বরুণ বাণেতে কর্ণ, জলে করি পরিপূর্ণ,
অনল নিভায় করি বৃষ্টি ॥
অর্জ্জুনের বায়ু বাণ, মেঘ করে খান খান,
পুনঃ কর্ণ যোড়ে মহাশর।
হাহাকার দেবগণে, ভূমিকম্প ক্ষণে ক্ষণে,
বাণ এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
হৃদয়ে বিন্ধিল শর, রক্ত পড়ে নিরন্তর,
আপনা বিস্মৃত ধনঞ্জয়।
খসিল হাতের ধনু, স্তব্ধ হৈল সর্ব্ব তনু,
অতি ব্যগ্র কৃষ্ণ মহাশয় ॥
এই পেয়ে অবসর, কর্ণ মহা ধনুর্দ্ধর,
রথ উদ্ধারিতে বীর চলে।
না পারিল দুই হাতে, শ্রম হৈল অঙ্গনাথে,
পুনঃ রথ পশিল ভূতলে ॥
সচেতন ধনঞ্জয়, দেখি কৃষ্ণ মহাশয়,
অর্জ্জুনে কহেন কুতূহলে।
আমার বচন ধর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
কাটি পাড় কর্ণ মহাবলে ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি, অর্জ্জুন হৃদয়ে গণি,
গাণ্ডীবে যুড়েন ক্ষুরবাণ।
ক্ষুর প্রবেশিল চণ্ড, কাটিয়া পড়িল দণ্ড,
শঙ্কা পায় কর্ণ বলবান ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে সূর্য্যবাণ,পার্থ ছাড়িছেন বাণ,
বজ্র যেন ছাড়ে পুরন্দর।

সর্ব্বভূতে ভয়ঙ্কর, দেখি দিব্য মহাশর,
বেগে ধায় শব্দ ঘোরতর ॥
নিক্ষেপিয়া মহাশর, ভাবিলেন ধনুর্দ্ধর,
পূর্ব্ব কথা আছয়ে স্মরণে।
যদি হই পার্থ বীর, কাটি পাড়ি কর্ণশির,
নাশিব কর্ণেরে আজি রণে ॥
ছেদিব কর্ণের শির, এত বলি পার্থ বীর,
মহাশর মারেন কর্ণেরে।
সর্ব্বলোকে ভয়ঙ্কর, দেখি যেন রুদ্র শর,
বেগে পড়ে কর্ণের শরীরে ॥
সন্ধ্যাকালে পড়ে কর্ণ, গগন লোহিত বর্ণ,
সর্ব্বলোকে চাহিয়া বিস্ময়।
উঠিয়া গগনোপরে, প্রবেশিল দিনকরে,
কর্ণের যতেক তেজচয় ॥
কর্ণ হৈল অপচয়, পৃথিবী কম্পিত হয়,
রথ ল'য়ে গেল মদ্রপতি।
কুরুদলে হাহাকার, সব হৈল অন্ধকার,
কর্ণ বিনা কি হইবে গতি ॥
হাহা কর্ণ মহাবীর, মোর প্রাণের দোসর,
হারাইলা ভুবন দুর্জ্জয়ে।
এত বলি দুর্য্যোধন, শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন,
কুরুবল ভঙ্গ দিল ভয়ে ॥
ভীম করে সিংহনাদ, শুনি জয় জয় বাদ,
বিজয় দুন্দুভি বাজে দলে।
সর্ব্ব সেনাপতিগণ, আশ্বাসিয়া ঘনে ঘন,
নাচে গায় সবে কুতূহলে ॥
কোপে রাজা দুর্য্যোধন, আদেশিল সৈন্যগণ,
কর গিয়া পাণ্ডব-সংহার।
যুদ্ধ করি সর্ব্বজন, কৃষ্ণার্জ্জুন দুইজন,
বিনাশিতে করহ বিচার ॥
রাজার আদেশ পেয়ে, সৈন্যগণ গেল ধেয়ে,
সাগর কল্লোল শব্দ ক'রে।
গদাঘাতে বৃকোদর, ক্রোধে অতি ভয়ঙ্কর,
ক্ষণমাত্রে বহু সৈন্যে মারে ॥
আপনি নৃপতি সাজে, নিষেধিল শল্যরাজে,
আজি ক্ষমা কর নরবর।
পড়ে মহাবীর কর্ণ, সৈন্য হৈল ছিন্ন ভিন্ন,
নাহি হয় যুদ্ধ অবসর ॥
আকুলিত কর্ণশোকে, সান্ত্বাইল রাজলোকে,
শিবিরে চলিল দুর্য্যোধন।
দেব ঋষি গেল ঘর, হরষিত পাণ্ডুবর,
শিবিরে গেলেন সর্ব্বজন ॥
অর্জ্জুনেরে দিয়া কোল, গোবিন্দ বলেন বোল,
তোমারে সদয় পুরন্দর।
কাটিয়া কর্ণের শির, ত্রিভুবন মধ্যে বীর,
ধন্য তুমি ভুবন ভিতর ॥
শিবিরেতে গেল সব, কর্ণ হৈল পরাভব,
সবাই কহিল যুধিষ্ঠিরে।
কর্ণের মরণ শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
প্রশংসা করিল অর্জ্জুনেরে ॥
রথে চড়ি যুধিষ্ঠির, দেখিলেন কর্ণবীর,
পুত্র সনে পড়িয়াছে রণে।
চন্দ্রসনে যেন ভানু, তেজে যেন বৃহদ্ভানু,
বার বার দেখেন নয়নে ॥
কৃষ্ণেরে করেন স্তুতি, যুধিষ্ঠির নরপতি,
আজি মম সুখী হৈল মন।
তুমি যার সুসারথি, ভাগ্যবান সেই রথী,
জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন ॥
আজি আমি রাজ্য পাব, আজি নরপতি হব,
আজি সে সফল পরিশ্রম।
কর্ণবীর মহাবল, পড়িল অবনীতল,
সংগ্রামে সাক্ষাৎ ছিল যম ॥
হেনমতে মনোরঙ্গে, রাজা যুধিষ্ঠির সঙ্গে,
সর্ব্বলোক শিবিরে আইল।
আনন্দিত পাণ্ডুদলে, নৃত্যগীত কুতূহলে,
যে যার শিবিরে প্রবেশিল ॥
ইহকালে শুভযোগ, পরকালে স্বর্গভোগ,
ভরতের পুণ্যকথা শুনি।
শ্রবণেতে পাপক্ষয়, সংগ্রামে বিজয় হয়,
কাশীরাম বিরচিল গণি ॥

কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত।